প্রথম আলো

তারিখ ... 11 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

আতঙ্কে শিক্ষানগর শিক্ষার্থীশূন্য

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

হরতাল-অবরোধ ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কারণে শিক্ষানগরখ্যাত রাজশাহী নগর এখনো কার্যত শিক্ষার্থীশূন্য রয়েছে। শিক্ষার্থীর অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

নগরের বেসরকারি ছাত্রাবাসের (মেস) মালিকেরা জানান, নির্বাচনের আগে পুলিশের অলিখিত এক ঘোষণায় তাঁরা ছাত্রদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এ কারণে ২৭ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস ফাঁকা করে চলে যায়।

রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ হবিবুর রহমান জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের সম্মান প্রথম বর্ষের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করতে বলেছে। ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৩০ জানুয়ারির মধ্যে এই পরীক্ষা নিতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনো বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকদের কাছে কোনো চিঠি আসেনি। বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষ অনলাইনে জেনেছে। তবে শিক্ষার্থী না থাকায় তাঁরা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করতে পারছেন না। চতুর্থ বর্ষের মৌখিক পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমনকি ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক ক্লাসও হচ্ছে না।

অধ্যক্ষ জানান, তিনি শিক্ষকদের নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার একটি সভা করেছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চার-পাঁচজন কিংবা ১০-১২ জন যাই শিক্ষার্থী পাওয়া যায়, তা নিয়েই ক্লাস শুরু করা হবে। গতকালই ছয়জন নিয়েও ক্লাস নেওয়া হয়েছে।

রাজশাহী কলেজে আবাসিক ছাত্রাবাসে এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী থাকেন। এর মধ্যে মুসলিম ছাত্রাবাসের সাতটি ভবনে সাড়ে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী থাকেন। তাঁরা এখনো ফেরেননি। বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা গেছে, কোনো ভবনে পাঁচ-সাতজনের বেশি শিক্ষার্থী নেই। ছাত্রাবাসের পাঁচটি ডাইনিংয়ের সবই বন্ধ রয়েছে। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা অনেকেই কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারে খণ্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেন। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা এসেছেন।

রাজশাহী কলেজের গণিত বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, তাঁদের ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। তাই একটু সাহস করে আগেই এসেছেন। সহপাঠীরা কেউ না আসায় ক্লাসও হচ্ছে না। আবার তাঁরা কয়েকজন আগে এসেও বিপাকে পড়েছেন। ছাত্রাবাসে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। শহরে হাতে গোনা কয়েকটি হোটেল খোলা রয়েছে। একটু দেরিতে গেলে সেগুলোতে খাবার পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা বলছেন, নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা, হরতাল-অবরোধের কারণে তাঁদের অভিভাবকেরা বাড়ি থেকে ছাড়তে চাইছেন না। জানা গেছে, শহরের বেসরকারি ছাত্রাবাসগুলো একেবারেই ফাঁকা পড়ে আছে। নগরের সাধুরমোড় এলাকায় কয়েকটি ছাত্রাবাস রয়েছে। আকলিমা ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক কিরণ আলী জানান, তাঁদের ছাত্রাবাসে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র থাকেন। নির্বাচনের আগে তাঁরা চলে গেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকটি ছাত্রাবাসের মালিক বলেন, নির্বাচনের আগে বাজারে পুলিশের একটি অলিখিত ঘোষণা ছড়িয়ে পড়েছিল ছাত্রাবাস খালি করতে হবে। তাঁরা ছাত্রদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বাড়ি চলে যেতে বলেছেন। নির্বাচনের পরে তাঁরা আর ফিরে আসেননি।

রাজশাহী মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (সদর) তানভির হায়দার চৌধুরী বলেন, বোমা হামলায় একজন পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ায় একধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। সেটা ইতিমধ্যে পুলিশ কাটিয়ে উঠেছে। এখন পুলিশপ্রহরা ছাড়াই অবাধে নগরের সব জায়গায় চলাফেরা করার মতো পরিবেশ বিরাজ করছে। তিনি বলেন, পুলিশের পক্ষ থেকে ছাত্রাবাস ছাড়ার জন্য কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি।